ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলা`েশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
Xাকা ।

১৩ জানুয়ারী, ২০০৩

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০১ তারিখ:----------

৩০ পৌষ, ১৪০৯

প্রধান নির্বাহী
বাংলা`েশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক

প্রিয় মহো`য়,

ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের নীতিমালা ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ১১-১২-৯৫ইং তারিখের বিসিডি সার্কুলার নং-১৮ এর প্রতি ব্যাংকসমূহের `ৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে ।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাংলা`েশ ব্যাংক ১৯৯৫ সনে জারিকৃত উপরোক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের জন্য মেয়া`োত্তীর্ণ বকেয়ার ন্যুনতম ১০ শতাংশ নগ` পরিশোধের শর্ত আরোপ করে । পুনঃতফসিলিকৃত বকেয়ার বিপরীতে পর্যাপ্ত জামানত সংরক্ষণের বিষয়টিও নিশ্চিতকরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে নি`েশ প্র`ান করা হয় । এছাড়া, ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ নিম্নতম বাস্তব সময়ের জন্য করিবার ব্যাপারেও ব্যাংকসমূহকে নি`েশ ে`য়া হয় । ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের বি`্যমান ব্যবস্থা খেলাপী ঋণ আ`ায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে। বিশেষত, বি`্যমান নীতিমালার প্রেক্ষিতে কোনরূপ সুনি`িষ্ট ব্যবসায়িক যৌক্তিকতা ব্যতিরেকেই পুনঃ পুনঃ ঋণ পুনঃতফসিলের সুযোগ গ্রহনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে । বর্ণিত সার্কুলারে ঋণ ও আগামের পরিমাণ ও প্রকৃতি ভে` পুনঃতফসিলিকরণের শর্তাবলী একই রাখা হইয়াছে । ঋণ পুন:তফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ডাউন পেমেণ্ট হিসাবে নগ` জমার শর্ত প্রসংগেও সাম্প্রতিককালে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে।

উপরিবর্ণিত সমস্যাসমূহ সার্বিকভাবে পর্যালোচনা পূর্বক ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের বিষয়ে ইতিপূর্বে জারীকৃত সকল নি`েশনা বাতিলপূর্বক ব্যাংকসমূহের অনুসরণের জন্য নিম্নরূপ বিস্তারিত নীতিমালা জারি করা হইল :

১.০১। ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের আবে`ন বিবেচনার জন্য ি`কনি`েশনা ঃ

ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের আবে`ন বিবেচনার ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ নিম্নোক্ত নি`েশনা অনুসরন করিবে ঃ

(ক) ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের আবে`ন প্রাপ্তির পর ঋণ হিসাবটি কেন খেলাপী হইয়া পড়িয়াছে তাহা ব্যাংক নিরীক্ষা করিয়া ে`খিবে । এইরূপ নিরীক্ষাকালে যি প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাহক যে প্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণ গ্রহন করিয়াছে সেই প্রতিষ্ঠানে ঋণের অ_ বিনিয়োগ না করিয়া ঋণের অ_ অন্যত্র স্থানান্তর করিয়াছে অ_বা ঋণ গ্রহীতা স্বভাবগতভাবে (habitual) ঋণ খেলাপী তাহা হইলে ব্যাংক পুনঃতফসিলিকরণের আবে`ন বিবেচনা করিবে না । বরং এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ আ`ায়ের জন্য যাবতীয় আইনগত কার্যক্রম গ্রহন করিবে/অব্যাহত রাখিবে ।

(খ) ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের প্রস্তাব বিবেচনাকালে ঋণ গ্রহীতার অন্যান্য ব্যাংকের সহিত `ায়-ে`নার পরিস্থিতি পর্যালোচনার ভিত্তিতে সামগ্রিক ঋণ পরিশোধের সাম_ বিবেচনা করিতে হইবে ।

(গ) ঋণ গ্রহীতা পুনঃ তফসিলিকৃত কিস্তিসমূহ/বি`্যমান `ায়-ে`না পরিশোধ করিতে পারিবে কিনা তাহা নিশ্চিত হইবার জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার নগ` প্রবাহ বিবরণী (cash flow statement), নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র, আয় বিবরণী এবং অন্যান্য আ_িক বিবরণীসমূহ পর্যালোচনা করিয়া ে`খিবে ।

(ঘ) ব্যাংক কর্মকর্তাগন ঋণ গ্রহীতা কোম্পানী/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনবোধে সরেজমিনে পরি`শন করিয়া নিশ্চিত হইবেন যে, সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুনঃতফসিলিকরণের `ায়-ে`না পরিশোধ করিতে সক্ষম হইবে । এই ধরণের পরি`শন রিপোর্ট ব্যাংক সংরক্ষণ করিবে ।

(ঙ) উপরিবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহন শেষে ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষেই কেবল ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ করা যাইবে । অন্য_ায়, ব্যাংক ঋণ আ`ায়ের যাবতীয় আইনগত কার্যক্রম গ্রহন, য_ায_ প্রভিশন সংরক্ষন ও ঋণ অবলোপনের ব্যবস্থা গ্রহন করিবে ।

(চ) ঋণ পুণঃতফসিলিকরণ নিম্নতম বাস্তব সময়ের জন্য হইবে ।

(ছ) ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের প্রস্তাব পর্ষ`ে উপস্থাপনকালে প্রস্তাবিত পুনঃতফসিলিকরণ কার্যকর করা হইলে ব্যাংকের আয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রভাব (implications) পড়িবে উহা বিস্তারিতভাবে পর্ষ`কে অবহিত করিতে হইবে ।

১.০২। মেয়া ী ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ঃ

যে সকল ঋণ একটি নি`িষ্ট মেয়া`ের মধ্যে একটি নি`িষ্ট পরিশোধসূচী অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য ঐ সকল ঋণকে মেয়া ী ঋণ হিসাবে গন্য করা হয় । এইরূপ ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে এখন হইতে নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসরণ করিতে হইবে ঃ-

(ক) মেয়া`োত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ১৫% অ_বা মোট বকেয়ার ১০%, এই `ুই এর মধ্যে যাহা কম, নগ`ে পরিশোধের পরেই প্র_মবার পুনঃতফসিলিকরণের আবে`ন বিবেচনাযোগ্য হইবে;

(খ) মেয়া`োত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ৩০% অ_বা মোট বকেয়ার ২০%, এই `ুই এর মধ্যে যাহা কম, নগ`ে পরিশোধের পরই ি্বতীয়বার পুনঃতফসিলিকরণের আবে`ন বিবেচনাযোগ্য হইবে ;

(গ) `ুইবারের অধিক পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে মেয়া`োত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ৫০% অ_বা মোট বকেয়ার ৩০%, এই `ুই এর মধ্যে যাহা কম, নগ`ে পরিশোধের পরই পুনঃতফসিলিকরনের আবে`ন বিবেচনাযোগ্য হইবে ;

ব্যাখ্যাঃ যি কোন ঋণ এই নীতিমালা জারির পূর্বে একবার পুনঃতফসিলিকৃত হইয়া _াকে তবে উক্ত ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা অনুসারে ি্বতীয় পুনঃতফসিলিকরণের জন্য নির্ধারিত শর্ত প্রযোজ্য হইবে। অনুরূপভাবে ইতোপূর্বে `ুইবার পুনঃতফসিলিকৃত হইলে এই নীতিমালা অনুসারে তৃতীয় পুনঃতফসিলিকরণের শর্ত প্রযোজ্য হইবে ।

১.০৩। তলবী ও চলমান ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ ঃ

(ক) যে সকল ঋণ কোন সুনি`িষ্ট পরিশোধসূচী ব্যতিরেকে লেন`েন করা যায়, কিন্তু ঋণ পরিশোধের জন্য সর্বশেষ তারিখ (Expiry date) এবং ঋণসীমা (Limit) আছে, ঐ সকল ঋণকে চলমান ঋণ হিসাবে গন্য করা হয়। এছাড়া, যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক `াবী করিবার পর পরিশোধযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয় ঐ সকল ঋণকে তলবী ঋণ হিসেবে গণ্য করা হয় । কনটিনজেন্ট বা অন্য কোন `ায় বাধ্যতামূলক ঋণ বা Forced loan এ পরিনত হইলে (অ_াৎ নিয়মিত ঋণ হিসাবে পূর্ব মঞ্জুরী না _াকিলে) ঐ সব ঋণকেও তলবী ঋণ

হিসাবে গণ্য করা হয় । তলবী ও চলমান ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্টের হার ঋণের পরিমাণ ভে` নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হইল ঃ-

মেয়া`োত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ	**ডাউন পেমেন্টের হার**
১ কোটি টাকা পর্যন্ত	১৫%
১ কোটি টাকা হইতে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত	১০%(তবে ১৫ লক্ষ টাকার কম নয়)
৫ কোটি টাকা ও ত`ূর্ধ	৫%(তবে ৫০ লক্ষ টাকার কম নয়)

(খ) যি কোন তলবী বা চলমান ঋণ আংশিক বা সম্পুর্নরূপে মেয়া`ী ঋণে পুনর্গঠন/রুপান্তর করিয়া পুনঃতফসিল করা হয় এবং পরিশোধের জন্য কিস্তি নির্ধারণ করা হয় তাহা হইলে ঐরূপ ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে মেয়া`োত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ৩০% অ_বা মোট বকেয়ার ২০%, এই `ুই এর মধ্যে যাহা কম, পরিশোধ পূর্বক ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের আবে`ন করিতে হইবে । পরবর্তী পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে মেয়া`োত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন ৫০% অ_বা মোট বকেয়ার ৩০%, এই `ুই এর মধ্যে যাহা কম, নগ` পরিশোধের পর পুনঃতফসিলিকরণের আবে`ন বিবেচনাযোগ্য হইবে ।

১.০৪। ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের অন্যান্য শর্তাবলী ঃ

(ক) পুনঃতফসিল সুবিধা গ্রহনকারী ঋণগ্রহীতা পুনঃতফসিলিকরণের তারিখ হইতে ০১ (এক) বছরের মধ্যে অ_বা সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত (`ু'টির মধ্যে যেটি আগে হইবে) বি`্যমান ঋণ সুবিধার অতিরিক্ত নুতন কোন প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ ঋণ সুবিধা গ্রহন করিতে পারিবে না ।

(খ) উপরোক্তভাবে পুনঃতফসিলিকরণের বিষয়ে বাংলা`েশ ব্যাংকের পূর্ব অনুমতির আবশ্যকতা _াকিবে না ; তবে ব্যাংক কোম্পানীর পরিচালক`ের স্বা_ সংশ্লিষ্ট ঋণ হইবার কারণে বা বৃহ`াংক ঋণ `ৃষ্টিকোন _েকে আবশ্যকীয় হইবার কারণে বাংলা`েশ ব্যাংকের অনুমো`নের বাধ্যবাধকতা _াকিলে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

(গ) যে সকল ক্ষেত্রে গৃহীত আসল ঋণের ন্যূনতম ২ (`ুই) গুন সমপরিমান অ_ অত্র নীতিমালা জারির তারিখ পর্যন্ত পরিশোধিত হইয়াছে ঐরূপ ঋণের ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত পুনঃতফসিলিকরণ নীতিমালার প্রয়োগ অত্র নীতিমালা জারির তারিখ হইতে ১(এক) বছর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক হইবে না ।

(ঘ) যে সমস্ত ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকৃত হইতেছে সেইগুলির ত_্য (যেমন- ঋণ হিসাব কতবার পুনঃতফসিল করা হইয়াছে) বাংলা`েশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) তে রিপোর্ট করিতে হইবে ।

এই নি`েশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে ।

অনুগ্রহ করিয়া প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন ।

আপনা`ের বিশ্বস্ত,

স্বাক্ষরিত/-

(মো: জাহাঙ্গীর আলম)
উপ মহাব্যবস্থাপক
ফোন:৭১২৫৮৪৪